১১-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ঘরকে স্বর্গ বানানোর দায়িত্ব তোমাদের উপরে, সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার লক্ষ্য দিতে হবে, দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে"

প্রশ্ন : - ঈশ্বরীয় কোলে এসে বাচ্চারা, তোমাদের কি অনুভব হয় ?

উত্তর : - ঈশ্বরীয় কোলে আসা প্রতিটি বাচ্চার মঙ্গল মিলনের অনুভব হয়। তোমরা জানো সঙ্গমযুগ হল ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন অনুভব করার যুগ। তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন করে ভারতকে স্বর্গে পরিণত কর। এইসময় তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে মিলিত হও। সম্পূর্ণ কল্পে কেউ সম্মুখে মিলন অনুভব করতে পারেনা। তোমাদের এ হল খুব ছোট ঈশ্বরীয় কুল, শিববাবা হলেন পিতামহ, ব্রহ্মা হলেন পিতা এবং তোমরা বাচ্চারা হলে ভাই-বোন, দ্বিতীয় কোনো সম্বন্ধ নেই ।

গীত : - নতুন নতুন কলি তোমরা, তাকিয়ে বিশ্ব তোমাদের দিকে, দায়িত্ব এখন অনেক তোমাদের .....

ওম্ শান্তি। বাবা যখন আসেন তখন প্রথমে কিছুক্ষণ সাইলেন্সে বসা উচিত কারণ সর্বপ্রথম দান করা হয় - স্মরণের। স্মরণের দ্বারা-ই পতিতকে পবিত্র করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা দান দিচ্ছ এবং দান গ্রহণ করছ । বাবা এসে কাঁটা থেকে কুঁড়ি বানান, তারপর কুঁড়ি থেকে ফুল হয়। তোমরা জানো আমাদের সার্ভিস হল - প্রত্যেককে স্বর্গের উপযুক্ত করে তোলা । যেমন তোমরা তৈরী হচ্ছ ।

বাবা এসে প্রথমে হেল্থ তারপরে ওয়েল্থ প্রদান করেন। প্রথমে শান্তি তারপরে সুখ। বাস্তবে সুখ আছে দুটোতেই। বাচ্চারা তোমাদের সুখ শান্তি দুটোই চাই, আর যারা সন্ন্যাসী প্রমুখরা রয়েছে, তারা শুধুই শান্তি চায়। সন্ন্যাসীরা সুখ চায় না। সুখ তো তারা দিতে পারেনা। আর যদি শান্তি দেবে তাও অল্পকাল, ক্ষণ ভঙ্গুর সুখের জন্য। তারা বলে সুখ তো হল কাক বিষ্ঠা সম। সন্ন্যাসীর সাধারণত শান্তি কামনা করে মুক্তির জন্য। মুক্তি দ্বিতীয় কেউ দিতে পারেনা। একেই অনন্তের (বেহদের) মুক্তি, অনন্তের জীবনমুক্তি বলা হয়, তাও বেহদের বাবা-ই দিতে পারেন। তোমরা জানো এই সময় সবাই হল কাঁটা। কাঁটা (শরীর বা মনকে) বিদ্ধ করে । বাবা বলেন সবাই একে অপরকে কাম কাটারী দিয়ে মারে। তারা জানে না যে কাম কাটারীকে হিংসা বলা হয়। তোমরা বিকারগ্রস্ত হয়ে আদি-মধ্য-অন্ত একে অপরকে দুঃখ দিয়ে থাক । এ হল দুঃখের দুনিয়া। সুখের দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয় - যখন নতুন সৃষ্টি নতুন ভারত হয়। ভারতবাসী যারা দেবী দেবতার পূজারী, তারা জানে যে এই দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তাকেই স্বর্গ বলা হয়। এই অনুভূতিও হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে তাঁদের মহিমা গায়ন করে। জানে তাঁরা ভারতের মালিক ছিলেন। ভারত স্বর্গ ছিল - এইরূপ অনুভূতি হয়, কিন্তু হাওয়ার মতো, ভাসা ভাসা । তারা বুঝতে পারে ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের এত মন্দির বানানো হয় অর্থাৎ তাঁদের রাজধানী ছিল। তাদের মহারাজা-মহারানী বলা হয়। কিন্তু কবে ছিল সেসব ভুলে গেছে। কত সাধারণ ভুল ! তেমন কোনো বেশি সময়েরও নয় । পাঁচ হাজার বছরের তো কথা। ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদির তো দুই-আড়াই বছর হয়েছে। তাঁদের জন্যে এমন বলা হয় রিইনকারনেশন (পুনরায় অবতীর্ণ হয়েছে) করেছে। যদিও রি-ইনকারনেট (পুনর্জন্ম) সবাইকে

করতে হয়। আত্মা এসে প্রবেশ করে একেএ রি-ইনকারনেট বলা হবে। কিন্তু প্রথমে বড়দের নাম গান হয় । বলা হয় - পরমপিতা পরমাত্মা যখন রি-ইনকারনেট করবেন, তখন এসে দেহে প্রবেশ করবেন। রি-ইনকারনেটের এটাই অর্থ। তাই বড় বড় বা বিখ্যাত যারা, তাদের ক্ষেত্রে এইরূপ বলা হয়। যেমন বুদ্ধের রিইনকারনেশন, ক্রাইষ্টের রিইনকারনেশন। বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের ভারতের সঙ্গে কানেকশন দেখা যায়। গুরু নানকের ক্ষেত্রে আনুমানিক ৫০০ বছর দেখানো হয়েছে। ওনারও ছোট রিইনকারনেশন । তাদের হল বড়। সুতরাং রিইনকারনেশন সবাই করে। পরমপিতা পরমাত্মাকে আহবান করা হয় । কিন্তু তিনি কবে আসবেন, কিভাবে আসবেন - সে কথা জানেনা। দেহে তো অবশ্যই আসতে হবে। কিন্তু জন্ম নেন না, তাই ওঁনার রিইনকারনেশন বলা হয়। শিশু রূপ ধারণ করেন না। সবচেয়ে বড় রিইনকারনেশন পরমপিতা পরমাত্মার বলা হবে। গায়ন আছে - পরমাত্মা ২৪-টি অবতার নেন। এখন বলে দিয়েছে - প্রতিটি পাথরে অবতার নিয়েছেন। ক্রমাগত পতন হতেই থাকে । যেমন ভারতের পতন হয়েছে তেমনই তাদের কথারও পতন হয়েছে। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তাই নিশ্চয়ই নতুন ও পুরানো দুনিয়ার সঙ্গমে আসবেন। ওঁনার রিইনকারনেশন সবচেয়ে বড় বলা হবে। শিবের সবচেয়ে বড় রিইনকারনেশন হয়। কিন্তু মানুষ বোঝেনা, কারণ পরমাত্মার থেকে বিমুখ হয়েছে। নিরাকার - এ বিষয়ে কিছুটা জ্ঞাত, কিন্তু এ কথা জানেনা যে পরমাত্মা কবে আসেন, এসে কি করেন ? এমন নয় যে বিষ্ণুর অবতরণ বলা হবে। দেবী-দেবতাদের অবতরণ বলা হবেনা। দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা বলা হবে।

বিষ্ণু অবতরণ বিষয়ে একটি নাটক বানিয়েছে । এখন বাস্তবে বিষ্ণু অবতরণের কোনো বিষয়ই নেই। তোমরা এখন বিষ্ণুর কুলের হও। ঈশ্বরের কুল তাইনা ! এই শিবের সন্তান ব্রহ্মা, ব্রহ্মার সন্তান তোমরা। একেই ঈশ্বরীয় কুল বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন আমি এসে তোমাদের আপন করি। বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদের পিতা হই। যদিও আমি হলাম সবার পিতা। কিন্তু এখন তোমরা ব্রহ্মা দ্বারা আমার আপন হয়েছ, তাই তোমরা আমায় পিতামহ বা দাদু বলে সম্বোধন কর। আত্মাদের পিতা তো আছে। তোমরা সবাই জান এইসময় আমি এসেছি। তোমরাও এখনই মিলিত হও। অনন্তের (বেহদের) বাবার কাছে তখনই মিলন হয় যখন বাবা জন্ম দেন। এখন তোমাদের ধর্ম সন্তান করেছেন ব্রহ্মা দ্বারা। বিকার জনিত সন্তান তো হতে পারেনা। এত প্রজা আছে। কত ভাই-বোন আছে এরা সবাই মুখ বংশী হল তাইনা ! সন্ন্যাসীদের বংশ হয়না কারণ তাদের পিতামহ বা পিতার কোনো কানেকশন নেই। এখানে পিতাও আছেন, পিতামহও আছেন। এনাকে দাদা অর্থাৎ বড় ভাই বলা হয়। বাবা এসে আপন করেন। তোমরা জানো আমরা ঈশ্বরের কোলে এসেছি। এ হল মঙ্গল-মিলন। কলিযুগের অন্তিম সময় এবং সত্যযুগের আদি সময় - এই সময়কে সঙ্গম বলা হয়। সঙ্গমে মিলন হয়। যেমন তিন নদীর সঙ্গম আছে। তাতে কি হয় ? গুরু এবং জিজ্ঞাসুদের (অনুগামী) মঙ্গল-মিলন হয়। সেসব তো হল দৈহিক। গায়নও আছে - আত্মা ও পরমাত্মার মঙ্গল-মিলন। এই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আত্মারা মিলিত হয় - পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে। এখানে নদীর জলের কথা নেই। তোমরা এখানে বসে আছো। এইটি হল তোমাদের শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল-মিলন। আত্মারাও এখন চৈতন্য। পরমপিতা পরমাত্মার এই হল লোন নেওয়া দেহ , একেই মঙ্গল-মিলন বলা হয়। কুম্ভের মেলা বলা হয় কিনা। কুম্ভকে সঙ্গম বলা হবে। তিন নদীর সঙ্গমের নাম কুম্ভ রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বড় সঙ্গম কোনটি ? সাগর এবং নদীর সঙ্গম। সবচেয়ে বড় নদী ব্রহ্মপুত্র । ওনার মধ্যে বাবা আসেন তাই সাগর এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর একত্রে মিলন মেলা তো হল-ই। এখন কুম্ভের মেলা হয় - সঙ্গমে। তোমরা সবাই জ্ঞান সাগর বাবার সঙ্গে মিলিত হও, একেই ঈশ্বরীয় কুম্ভ মেলা

বলা যায়। এ হল আত্মা ও পরমাত্মার সঙ্গম। কুম্ভ বা সঙ্গম, একই কথা। সুতরাং তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা নিজের জন্যে স্বর্গের স্থাপনা করছি। আমাদের ঘরেই পবিত্র হয়ে থাকতে হবে। যেখানে পবিত্রতা আছে, সেখানেই স্বর্গ বলা হবে। বাচ্চারা পবিত্র থাকে তো পবিত্রতা সুখ-শান্তি আছে। তোমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত যেমন দেবতাদের হয়। কোনোরকম অবগুণ যেন না থাকে, একেই স্বর্গ বলা হবে। সেটাই তখন স্থায়ী স্বর্গে পরিণত হয়ে যায়। গৃহে থেকে এমন যোগ্য হতে হবে, সেইজন্য বলা হয় ঘরে ঘরে স্বর্গ রচনা করো। তোমরা মানুষকে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য কর। তোমাদের জন্যেই গীত গাওয়া হয়েছে - ঘরে ঘরে স্বর্গ বানাও । সত্যযুগে ঘরে ঘরে স্বর্গ ছিল, এখন নেই। যে বাচ্চারা বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করে তাদেরকে নিজের ঘরে বসে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার লক্ষ্য দিতে হবে।

এ হল সব থেকে বিশাল চৈতন্য তীর্থ। যেখানে শিববাবা হলেন সাগর, সেখানে তোমরা আত্মারা নিশ্চয়ই গঙ্গা হবে। এ হল সবচেয়ে বিশাল উঁচু থেকে উঁচু মেলা। ওটি সব হল ভক্তিমার্গের মেলা, এ হল জ্ঞান মার্গের মেলা। ভক্তিমার্গের মেলা তো জন্ম জন্ম আয়োজিত হয়। জ্ঞান মার্গের মেলা একবার-ই আয়োজিত হয়। এ হল রুহানী মিলন। সুপ্রিম আত্মা পরমধাম থেকে এসে বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হন। এ হল সর্বশ্রেষ্ঠ যাত্রা বা মেলা। এই চৈতন্য সাগর তো সর্বত্র যেতে পারেন। ওই জড় সাগর কোনো স্থানে যায় না । এই সাগর হল যায় । তোমরা নদীরাও যাও নিমন্ত্রণ পেলে। জ্ঞান সাগর এই ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে চলেন। তোমরা হলে বিভিন্ন প্রকারের নদী - কেউ পবিত্র, কেউ অপবিত্র। কোনো কোনো সময় এমন অনেকে আসে যে কেউ পবিত্র থাকেনা। তবুও আসে তো তাইনা ! বাইরের গৃহস্থেরাও আসে। অ্যালাও করা হয়। এমনও নয় যে সবাইকে অ্যালাও করা করা হয়। কারো আত্মীয় বা বন্ধু আসে, তাদের উপরে তুলতে অ্যালাও করা হয়। নইলে নিয়ম অনেক আছে। ইন্দ্রপ্রস্থে কোনো পতিত প্রবেশ করতে পারেনা। কোনো পান্ডা বা পরী(angel) কোনও পতিতকে সঙ্গে আনতে পারেনা। তাই বাবা বলেন সাবধান থাকবে, সার্টিফিকেট তোমরা পাবে। কাউকে যদি সঙ্গে আনবে বা এখানে পাঠাবে তার রেস্পন্সিবিলিটি (দায়িত্ব) কিন্তু তোমাদের হবে। যদিও সেন্টারে নিমন্ত্রণ তো দেওয়া হয়। কত পতিত আসতে থাকে । সেন্টারে পতিত এলে তবেই তো তাদের পবিত্র করবে। এখানে তো সাগর বসে আছেন তাই নিয়ম রাখা হয়েছে। নাড়ি দেখা হয়। ডাক্তার সার্জেন সব ভিন্ন ভিন্ন হয় তাইনা। মাম্মা-বাবা বা অনন্য বাচ্চারা কথা বললে বুঝে যাবে বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ হবে কিনা। তোমরা যাকে বোঝাবে দুজন পিতা তারা স্বীকার করবে। যুক্তি বলে দেওয়া হয়। পরমপিতা পরমাত্মাকে তো সবাই স্মরণ করে। আমরা অমুক পিতার সন্তান। শুধুমাত্র তাঁর অক্যুপেশান কি সেটা জানেনা। এইসব তো তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, যে যে নাম-রূপের মানুষ আসে, সেই নাম-রূপেই ৫ হাজার বছর পরেও নিশ্চয়ই আসতে হবে । ক্রাইষ্টের যেমন চিত্র, সেই সময়ই হুবহু আবার হবে। এমন আর কোনো মানুষের হতে পারবেনা। কৃষ্ণের যা চিত্র সেটি অন্য মানুষের রূপে হবেনা। আত্মা ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কালে জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়েছে, তাকেই আবার পবিত্র করা হয়।

তোমরা জানো কল্যাণকারী হলেন - বাবা, অকল্যাণকারী হল রাবণ। সবাইকে সদগতি প্রদান করেন বাবা। তাতে শুধু মানুষের সবকিছুর সদগতি হয়ে যায়। নরকের বিনাশ, স্বর্গের স্থাপনা হয়। যারা কল্প পূর্বে এসেছিল - কেউ পাঞ্জাবী, কেউ পার্সি আসে তাইনা, সবাইকে নিমন্ত্রণ পত্র দিতে হবে। বাবা এসেছেন - ঢাকঢোল পিটিয়ে সে খবর জানাতে কোনো বাধা নেই। তোমাদের কাছে চিত্রও খুব

ভালো ভালো রয়েছে। এখন তোমরা মন্দিরের যোগ্য তৈরি হচ্ছ। এখন ভূতদের তাড়াতে বড় পরিশ্রম । লক্ষ্মী বা নারায়ণকে বরণ করতে বিকারী অবগুণ ত্যাগ করতেই অনেক পরিশ্রম লাগে। কাউকে কাম রূপী ভূত, কাউকে ক্রোধ রূপী ভূত, কাউকে মোহ রূপী ভূত চড় মারে। একদম পতন হয়। লোভের বশে পতন হয়। ভালো ভালো ঘরের কন্যারা মিষ্টি দেখলে লুকিয়ে খেয়ে নেয়। লোভ কত মানুষের ক্ষতি করেছে। লোভের বশে চুরি করে। প্রথমে তোমরা ভাট্টিতে ছিলে। এখন তো সবাইকে নিজের ঘরে ভাট্টি তৈরি করতে হবে। বাবা কিন্তু একটি বিশাল ভাট্টি তৈরি করেছেন। এখন তো বলা হয় সাত দিন ভাট্টিতে থাকতে হবে। আজকাল কাউকে ভাট্টিতে বসানো খুব কঠিন । সেন্টারে এলে রঙ লাগে ঘরে গেলে সেই রঙ উড়ে যায়। সঙ্গ দোষ লেগে যায়। এখন তো খুব পরিশ্রম হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা ঈশ্বরীয় কুলে বসে আছি। দাদা, বাবা এবং আমরা ভাই-বোন। ব্রাহ্মণ কুল হল সর্বোত্তম - এ গায়ন আছে। লৌকিক ব্রাহ্মণদের তোমরা জ্ঞান দিতে পারো - ব্রাহ্মণ হল উত্তম শিখি, এই সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ-ই আবার দেবতায় পরিণত হয়, আগে তো দেবতাদের চেয়েও উঁচু হল ব্রাহ্মণ, শিখা তো উঁচু হবে তাইনা, তোমরা ব্রাহ্মণরা দেবতার পূজা কর, নিজেকে পূজারী, তাঁদের পূজ্য রূপে স্বীকার কর। তোমরা সেই সব পূজারী বা ব্রাহ্মণদের বোঝাতে পারো। তোমরা তো হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সঙ্গম যুগী। তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, তারপর তোমরা-ই সেই দেবতায় পরিণত হও। স্বর্গের দেবতায় পরিণত অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা করবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের ভিতরের অবগুণ গুলি চেক করে বের করে দিতে হবে। সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। দেবত্বের গুণ ধারণ করে নিজেকে যোগ্য বানাতে হবে।

২) ঘরে-ঘরে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে। বাবার স্মরণ দ্বারা ভূত তাড়াতে হবে। বাবার সঙ্গে মঙ্গল মিলন করতে থাকতে হবে।

বরদান :- সহজ বিধি দ্বারা বিধাতাকে আপন করতে পারা সর্ব ভাগ্যের খাজানায় ভরপুর ভব

ব্যাখা: ভাগ্য বিধাতাকে আপন করার বিধি হল - বাবা ও দাদা (শিববাবা ও ব্রহ্মাবাবা) দু'জনের সঙ্গে সম্বন্ধ । অনেক বাচ্চারা বলে আমাদের তো ডাইরেক্ট নিরাকারের সঙ্গে কানেকশন আছে, সাকারও নিরাকারের থেকেই পেয়েছে, আমরাও ওঁনার কাছ থেকেই সব প্রাপ্ত করব। কিন্তু এ হল খন্ডিত চাবি, ব্রহ্মাকুমার-কুমারী না হলে ভাগ্য নির্মাণ হবেনা। সাকার ব্যতীত সর্ব ভাগ্যের ভান্ডারের মালিক হতে পারবেনা কারণ ভাগ্য বিধাতা ভাগ্য বিতরণ করেন ব্রহ্মা দ্বারা। অতএব বিধি জেনে সকল ভাগ্যের খাজানায় ভরপুর হও।

স্লোগান – নিজের কাছ থেকে, সেবার থেকে এবং সকলের থেকে সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করো তবেই সিদ্ধি স্বরূপ হবে ।